দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

বিদ্যালয় ভবনের এই দীন দশা কেন?

২৫ জুন, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

চরম আতঙ্কের মধ্যে চলিতেছে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান। যেকোনো মুহূর্তে ধসিয়া পড়িতে পারে ছাদ কিংবা জরাজীর্ণ ভবনের অংশবিশেষ। কিন্তু বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী জীবনের ঝুঁকি লইয়া নিয়মিত হাজির হইতেছে সেই বিদ্যালয়েই। ইহা লইয়া অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার শেষ নাই। আতঙ্কে আছেন স্কুলের শিক্ষকগণও। তবে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা যে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তাহা না বলিলেও চলে। স্থানীয় ইত্তেফাক সংবাদদাতার নিকট ভুক্তভোগী শিশুরা তাহাদের ভয় ও আতঙ্কের যেই চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন– তাহাকে কোনোভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার অনুকূল বলা যাইবে না। এই চিত্রটি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়ার উপকূলীয় জনপদ সাপলেজা ইউনিয়নের ১৪৩ নম্বর পশ্চিম চড়কগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হইলেও সারা দেশের গ্রামাঞ্চলের চিত্রও যে খুব একটা ভিন্ন নহে– তাহা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন এবং স্বীকারও করেন।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯৭২ সালে। ১৯৯৫ সালে নির্মিত হয় তিন শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট একটি পাকা স্কুল ভবন। অভিযোগ হইল, নির্মাণের একবৎসরের মধ্যেই ভবনটি জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। আর ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা নিম্নমানের উপকরণ ও নির্মাণকাজে অনিয়মকেই দায়ী বলিয়া মনে করেন। তদুপরি, ২০০৭ সালে সিডরের কবলেও পড়িতে হয় বিদ্যালয়টিকে। জরাজীর্ণ বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের বাস্তবতাও প্রায় অভিন্ন। প্রয়োজনীয় ও সময়োচিত সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়া বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যাও কম নহে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬৩ সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ২০ হাজারই জরাজীর্ণ। তদুপরি আছে শ্রেণিকক্ষ ও নিরাপদ পানি সংকটসহ আরও নানাবিধ সীমাবদ্ধতা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পথে যত ধরনের বাধা রহিয়াছে তন্মধ্যে অবকাঠামোগত সমস্যাই যে মুখ্য– তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তেমন মতভেদ নাই। উদ্বেগের বিষয় হইল, বিশেষত গ্রামীণ পর্যায়ে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই ধরনের সমস্যার কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি। প্রশ্ন হইল, দেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে এবং নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়িত হইতেছে পদ্মাসেতুর মতো মেগা প্রকল্প তখন শিক্ষাখাতের এই দীনদশা কেন?

অর্থাভাব নহে, মূলত উদ্যোগ ও আন্তরিকতার অভাবই ইহার জন্য দায়ী বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ প্রতিটি উপজেলাতেই এই সকল বিষয় দেখভাল করিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা আছেন, আছেন স্থানীয় প্রশাসনসহ শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও। সর্বোপরি, শিক্ষার প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মহলের বিশেষ অনুরাগ ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি সুবিদিত শুধু নহে, আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। এমতাবস্থায় আমাদের শিশু শিক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি লইয়া জরাজীর্ণ ভবনে শিক্ষা গ্রহণ করিবে– তাহা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইবেন– ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত